সংবর্ধিত শিক্ষার্থীদেরকে শেখ হাসিনা

চাকরিক্ষেত্রে দলীয়করণ নয় মেধার মূল্যায়ন করতে হবে

এইচএসসি পরীক্ষায় জিপিএ-৫ পাওয়া শিক্ষার্থীদের জোরদার সম্মিলন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথিকেও ঠেলে দিয়েছিল কাব্যজগতে। ছাত্রলীগ আয়োজিত এ অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা পরিস্থিতি বুঝেই তার বক্তৃতার শুরুতেই উচ্চারণ করেছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিখ্যাত 'সোনার তরী' কবিতার দুটি চরণ। তিনি আবৃত্তি করেন, 'ঠাঁই নাই, ঠাঁই নাই, ছোট সে তরী/আমারই সোনার ধানে গিয়াছে ভরি'।

প্রায় সাড়ে ৩ হাজার মেধাবী ছাত্রছাত্রীর উপস্থিতিতে বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রের বিশাল মিলনায়তন কাল ভরে গিয়েছিল কানায় কানায়। সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে আসা অভিভাবকদের তাই বসতে হয়েছিল মিলনায়তনের বাইরে।

সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের সোনার ছেলেমেয়ে বলে অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, সন্ত্রাস ও দুর্নীতির একটা কালো ছায়া দেশ ও জাতিকে ঘিরে রেখেছে। এ অবস্থা থেকে দেশ ও জাতিকে মুক্ত করার লক্ষ্যে মেধা, মনন ও জ্ঞানের বিকাশ ঘটিয়ে সবাইকে এগিয়ে যেতে হবে। তিনি বঙ্গবন্ধুর একটি উক্তির উদ্ধৃতি দিয়ে সমবেতদের উদ্দেশে বলেন, দেশকে এগিয়ে নিতে আত্মত্যাগের মনোভাব নিয়ে নিজেদের গড়ে তুলতে হবে। একই সঙ্গে দেশের দরিদ্র মানুষকেও টেনে তুলতে হবে।

সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে মিলনায়তনের প্রবেশপথে মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের রজনীগন্ধা ফুল দিয়ে বরণ করে নেওয়া হয়। শেখ হাসিনা সেখানে এসেই সবার উদ্দেশে হাত নেড়ে শুভেচ্ছা জানান। পরে তিনি মিলনায়তনের বাইরে গিয়ে তাদের বাবা-মার সঙ্গেও শুভেচ্ছা বিনিময় করেন। সংবর্ধিত ছাত্রছাত্রীদের সম্মাননা পদক ও ক্রেস্ট উপহার দেওয়া হয়। এর মধ্যে ১৫ জন শিক্ষার্থীকে শেখ হাসিনা নিজ হাতে সম্মাননাপত্র তুলে দেন।

অনুষ্ঠানের পর তিনি সবার সঙ্গে বসে খোশগল্প করেন এবং ছবি তুলেন। সন্ধ্যার পর মেধাবীরা ব্যান্ডদল নগর বাউল ও এলআরবির পরিবেশনায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপভোগ করেন।

অনুষ্ঠানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক ড. আআম স আরেফিন সিদ্দিক লেখাপড়ায় ভালো ফলাফলের ধারাবাহিকতা বজায় রাখার জন্য ছাত্রছাত্রীদের প্রতি আহ্বান জানান। তুমুল করতালির মধ্যে জাতীয় ক্রিকেটার মোহাম্মদ আশরাফুল বলেন, 'খেলাধুলার জন্য আমি এইচএসসি পরীক্ষা দিতে না পারলেও জিপিএ-৫ পাওয়াদের সংবর্ধনায় যোগ দিতে পেরে গর্ববোধ করছি।'

সংবর্ধিতদের মধ্যে তাজওয়ার আকরাম দেশ গড়ার কাজে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার অঙ্গীকার ব্যাক্ত করেন। সাবরিনা আকতার বলেন, 'কোনো ষড়যন্ত্র দিয়ে বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ধ্বংস করা যাবে না। তিনি বেঁচে আছেন শত শত ছাত্রছাত্রীর মধ্যে।'

ছাত্রলীগ সভাপতি লিয়াকত শিকদারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে আরো বক্তব্য রাখেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক এ কে আজাদ চৌধুরী, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. নজরুল ইসলাম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. ইমতিয়াজ আহমেদ, কম্পিউটার বিশেষজ্ঞ মোস্তফা জব্বার, বঙ্গবন্ধু মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডা. ইকবাল আর্সলান ও ছাত্রলীগ সাধারণ সম্পাদক নজরুল ইসলাম বাবু।

যে ১৫ জন ছাত্রছাত্রীর হাতে শেখ হাসিনা নিজ হাতে সম্মাননা পদক তুলে দেন তারা হলেন খোশনূর আফরোজ অনামিকা, মোহাম্মদ শামীম হোসেন, মার্জিয়া ইয়াসমিন, সাইফুল ইসলাম ভুঁইয়া মাসুদ, বর্ণালী রশিদ, অনিন্দ্য সুন্দর রায়, শারমিন আরা নিপা, রাকিব আহসান খান, সাবরিনা বিনতে হক, তারিক মাহমুদ রাকিব, বদরুন্নাহার দিনা, মেহেদী হাসান, জারিন আবদুল্লাহ, মোহাম্মদ অলিউল ইসলাম ও অনুজা রায়। এদের মধ্যে মোহাম্মদ শামীম হোসেনের সারা জীবনের লেখাপড়ার ব্যায়ভার শেখ হাসিনা বহন করবেন বলে ঘোষণা দেন।

যেখানেই বাধা দেওয়া হবে সেখানে প্রতিরোধ করা হবেঃ আব্দুল জলিল এমপি

১৪ দলয় জোটের অন্যতম শীর্ষ নেতা আওয়ামী লীগের mvavi Y m¤úv`K Ave`j Rwjj Ggwc ২২ নভেম্বরের মহাসমাবেশ সম্পর্কে ভোরের কাগজকে বলেন, ZËveavqK সরকার ও নির্বাচন কমিশনের সংস্কারের মাধ্যমে অবাধ, নিরপেক্ষ ও অর্থবহ নির্বাচনের দাবি আদায় এবং খালেদা-নিজামীর জোট সরকারের পতনের লক্ষ্যে চলমান আন্দোলনকে আরো জোরদার ও বেগমান করার লক্ষ্যেই মহাসমাবেশের আয়োজন করা হয়েছে। তিনি বলেন, এ সরকার দেশকে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে গেছে। এরা ক্ষমতায় থাকলে দেশকে রক্ষা করা যাবে না। তাদের বিদায়ের কোনো বিকল্প নেই। তিনি বলেন, ২২ নভেম্বর লাখ লাখ লোকের সমাবেশ ঘটিয়ে ঢাকাতে অচল করে দেওয়া হবে। সমাবেশ থেকে আন্দোলনের কর্মসূচি ঘোষণার পাশাপাশি জনগণের মুক্তির লক্ষ্যেআগামী দিনের রাষ্ট্র পরিচালনার দিকনির্দেশনামূলক ন্যূনতম কর্মসূচী ঘোষণা করা হবে।

আবদুল জলিল অভিযোগ করেন, মহাসমাবেশকে বাধাগ্রস্ত করার জন্য এরই মধ্যে পুলিশ আমাদের নেতাকর্মীদের উপর নির্যাতন ও গ্রেপ্তার শুরু করেছে। তিনি সরকারকে হুঁশিয়ার করে দিয়ে বলেন, 'বাধা আসবে যেখানে লড়াই হবে সেখানে।' আর এর সমস্ত দায়দায়িত্ব সরকারকেই বহন করতে হবে।

সাংবাদিক সম্মেলনে আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ

সার্ক সম্মেলনে দেশের ১৪ কোটি মানুষের জন্য কোন সাফল্যই বয়ে আনতে পারেনি সরকার

রাজধানীকে কারাগারে পরিণত করে অনুষ্ঠিত সার্ক শীর্ষ সম্মেলনে বিএনপি-জামায়াত জোটের সফলতা মাত্র দু'টি-একটি জেনারেল জিয়াকে সার্ক পদক প্রদান, অপরটি জিয়ার মাজারে ছয় দেশের রাষ্ট্রপ্রধানকে নিয়ে যাওয়া। এছাড়া এই সার্ক সম্মেলনে দেশের ১৪ কোটি মানুষের জন্য কোন সফলতা বয়ে আনতে পারেনি জোট সরকার। বরং সার্ককে জনবিচ্ছিন্ন করে এবং কার্ফুর মধ্যে সার্ক সম্মেলন করে সরকার নিজেরাই প্রমাণ করেছে তারা সন্ত্রাস দমনে সম্পূর্ণ ব্যর্থ। সঙ্কীর্ণতার উর্ধে উঠতে পারলে সরকার সার্ক পদকের জন্য জেনারেল জিয়ার বদলে জেনারেল এরশাদকেই বেছে নিত।

শুক্রবার ধানমণ্ডিস্থ বিরোধীদলীয় নেত্রীর কার্যালয়ে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে এ অভিযোগ করেন আওয়ামী লীগ নেতারা। ঢাকায় অনুষ্ঠিত সার্ক শীর্ষ সম্মেলনের সামগ্রিক মূল্যায়ন তুলে ধরতে আওয়ামী লীগের আন্তর্জাতিক বিষয়ক উপ-কমিটি এই সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করে। এতে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন উপ-কমিটির চেয়ারম্যান প্রবীণ কূটনীতিক ফারুক আহমেদ চৌধুরী। বক্তব্য রাখেন দলের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য তোফায়েল আহমেদ, সাধারণ সম্পাদক আব্দুল জলিল এমপি ও সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুল মান্নান। এ সময় উপস্থিত ছিলেন সাবেক রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ আলী, আব্দুর রহমান, নুরুল ইসলাম নাহিদ, বিএম মোজাম্মেল হক, এস এম কামাল হোসেন, শাহে আলম, আব্দুস সোবহান গোলাপ, আব্দুল মজিদ, নুরুল আমিন রুহুল, খালিদ মাহমুদ চৌধুরী, নির্মল গোস্বামী প্রমুখ।

লিখিত বক্তব্যে ফারুক আহমেদ বলেন, দক্ষিণ এশিয়ার নেতৃবৃন্দের দায়িত্ব যেমন সুকঠিন, তেমনি মূল্যবান তাঁদের সময়। অথচ সেই সময় ও সুযোগ অপব্যয় করে, কাটছাঁট করা সংক্ষিপ্ত এই সার্ক শীর্ষ সম্মেলনকে কিছুক্ষণের জন্য হলেও একটি হাস্যকর পুরস্কার বিতরণী সভায় পরিণত করা হয়। এই প্রহসন সার্কের প্রকৃত কর্মকাণ্ডের প্রতি বাংলাদেশের বর্তমান সরকারের দাসীন্যেরই একটি বেদনাদায়ক পরিচয়। তিনি অভিযোগ করেন, সার্ক গঠনে অবদানের জন্য যে পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছিল তাকে পারিবারিকীকরণ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে সরকার সঙ্কীর্ণতার উর্ধে উঠতে পারলে তারা হয়ত এ পুরস্কারের জন্য জেনারেল জিয়ার বদলে জেনারেল এরশাদকেই বেছে নিত। কারণ সার্ক গঠনের চলমান প্রক্রিয়া জেনারেল এরশাদের সময়ই পূর্ণতা লাভ করে ১৯৮৫ সালে ঢাকায় অনুষ্ঠিত প্রথম সার্ক সম্মেলনের মাধ্যমে।

আফগানিস্তানের সার্কে যোগদান এবং চীন ও জাপানকে পর্যবেক্ষকের মর্যাদা প্রদানের সিদ্ধান্তকে সার্ক সম্মেলনের ইতিবাচক প্রাপ্তি হিসাবে উল্লেখ করে তিনি বলেন, জোট সরকার এখন আত্মঘাতী বোমাবাজদের এদেশে প্রশ্রয় দিচ্ছে এবং সেই কারণে সার্কের কর্মকাণ্ডে কাটছাঁট করতে হয়েছে। ঢাকাবাসীকে প্রত্যক্ষ করতে হয়েছে নিরাপত্তা চাদরের নামে এক অস্বস্তিকর পরিবেশ। তিনি বলেন, শুধু আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নয়, সার্ক শীর্ষ সম্মেলনটি এমন এক সময়

আয়োজন করা হলো যখন এই অঞ্চলে প্রলয়ঙ্করী ভূমিকম্প, সুনামির ধ্বংস-পরবর্তী পুনর্বাসন প্রক্রিয়া, বন্যা এবং বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে বিরাজমান দুর্ভিক্ষের প্রভাবে সামগ্রিকভাবে দক্ষিণ এশিয়ায় জনজীবন আজ বিপর্যস্ত। এ অবস্থায় সম্মেলনের আয়োজনে মাত্রাহীন আড়ম্বর, রুচিহীন আলোকসজ্জা এবং কেবলমাত্র আনুষ্ঠানিকতার খাতিরে জনসম্পদের অহেতুক অপচয়, সার্ক অঞ্চলের জনগণের প্রকৃত অবস্থা এবং মনোভাবের প্রতি অবজ্ঞারই পরিচয়। তিনি বলেন, অবস্থাদৃষ্টে সরকারের উচিত ছিল একটি আড়ম্বরহীন ও কর্মমুখী শীর্ষ সম্মেলনের মাধ্যমে এই অঞ্চলের আক্রান্ত জনগোষ্ঠীর প্রতি সহমর্মিতা ও সমবেদনা জ্ঞাপন করা। অথচ সরকার সার্ক সম্মেলনকে বেছে নিয়েছে জৌলুস প্রকাশের উপলক্ষ হিসাবে।

তিনি বলেন, সাফটা কার্যকর করার জন্য আগামী পহেলা জানুয়ারি পর্যন্ত সময়সীমা বেঁধে দেয়া হয়েছে। কিন্তু এই ছয় সপ্তাহের ভেতর জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষণের সময় ও সুযোগ হবে কিনা সে বিষয়ে আমাদের গভীর সন্দেহ রয়েছে। তিনি বলেন, জনগণের দল হিসাবে আওয়ামী লীগের প্রত্যাশা সার্ক হবে দক্ষিণ এশিয়ার মানুষের ভাগ্যপরিবর্তনে নিবেদিত ফোরাম। সার্ক কথা বলবে এই অঞ্চলের মানুষের পক্ষে, ক্রমবর্ধমান সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে, দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে ও শান্তির পক্ষে। অভিন্ন অর্থনৈতিক স্বার্থ নিয়ে উন্নয়নের পথে এগিয়ে যাবে আটটি দেশ।

এক প্রশ্নের জবাবে তোফায়েল আহমেদ বলেন, স্বাধীনতার পর ১৯৭২ সালে বঙ্গবন্ধু সর্বপ্রথম দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে আঞ্চলিক সহযোগিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে জোট গঠনের আহ্বান জানিয়েছিলেন। সেটি বাস্তবে রূপ নেয় ১৯৮৫ সালে। জেনারেল জিয়া নিহত হন ১৯৮১ সালে। তবে তিনি কীভাবে সার্কের স্বপ্নদ্রষ্টা হন? তিনি বলেন, রাজধানীকে কারাগারে পরিণত করে সার্ক সম্মেলন করতে গিয়ে সরকার দেশের অস্বাভাবিক অবস্থাই তুলে ধরেছে বিশ্ববাসীর কাছে।

অপর এক প্রশ্নের জবাবে আব্দুল জলিল বলেন, সরকার মর্যাদাহীনভাবে সার্ক সম্মেলনে বিরোধীদলীয় নেত্রীকে দাওয়াত দিয়েছে। সংসদীয় গণতন্ত্রে বিরোধী দলের নেতা দেশের ছায়া সরকারপ্রধান। অথচ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে মাসেঞ্জার পাঠিয়ে বিরোধীদলীয় নেত্রীর দাওয়াতপত্র পাঠানো হয়েছে। কিন্তু এটি নিয়েও পররাষ্ট্রমন্ত্রী মিথ্যাচার করেছেন।

২২ নবেম্বরের সমাবেশ সফল করতে সর্বাত্মক প্রস্তুতি॥ ব্যাপক প্রাণচাঞ্চল্য

২২ নবেম্বর পল্টনের মহাসমাবেশ সফল করতে সর্বাত্মক প্রস্তুতি চলছে আওয়ামী লীগসহ ১৪ দলে। মহাসমাবেশকে ঘিরে সাজ সাজ রব পড়েছে এসব দলের নেতাকর্মীদের মধ্যে। সৃষ্টি হয়েছে ব্যাপক প্রাণচাঞ্চল্যের। ঢাকা মহানগরীর প্রতিটি প্রবেশদ্বারে নির্মাণ করা হচ্ছে বিশাল বিশাল তোরণ। পল্টন ময়দানের আশপাশের দুই বর্গকিলোমিটার এলাড়াজুড়ে লাগানো হচ্ছে দেড় শতাধিক মাইক। মহাসমাবেশ সর্বক্ষণিক মনিটরিং করতে আওয়ামী লীগ কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে স্থাপন করা হয়েছে মনিটরিং সেল। এছাড়া মহাসমাবেশ শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন করতে চৌদ্দ দলের সহস্রাধিক নেতাকর্মী নিয়ে গঠন করা হচ্ছে বিশাল এক স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী।

আর মাত্র দু'দিন পর বিকেল তিনটায় ঐতিহাসিক পল্টন ময়দানে অনুষ্ঠিত হবে চৌদ্দ দলের এই মহাসমাবেশ। ওই মহাসমাবেশে লাখ লাখ মানুষের সমাগম ঘটিয়ে ঢাকা শহরকে অচল করে দেয়ার টার্গেট পূরণে এখন ব্যস্ত সময় কাটাচ্ছেন এসব দলের শীর্ষ নেতারা। একইসঙ্গে চলছে সরকারবিরোধী আগামী আন্দোলনের কৌশল, কর্মসূচী এবং জাতীয় ন্যূনতম কর্মসূচী চূড়ান্ত করার কাজ। আওয়ামী লীগ, ১১ দল, জাসদ ও ন্যাপের শীর্ষ নেতারা মহাসমাবেশ সফল করতে ঝটিকা সফর করছেন ঢাকা ও আশপাশের ১২টি জেলায়। এদিকে 'চলো চলো, ঢাকায় চলো' স্লোগান নিয়ে পল্টনের মহাসমাবেশে যোগদানের আহ্বান সংবলিত লাখ লাখ লিফলেট, পোস্টার, ব্যানার, ফেস্টুন বিতরণ করা হচ্ছে সারাদেশের পথে-প্রান্তরে।

এদিকে মহাসমাবেশে জনস্রোত ঠেকাতে সরকার থেকে নানাভাবে ভয়-ভীতি ও আতঙ্ক ছড়ানো হচ্ছে বলে অভিযোগ করা হয়েছে চৌদ্দ দলের পক্ষ থেকে। চৌদ্দ দলের নেতাদের অভিযোগ- সরকার মহাসমাবেশকে সামনে রেখে সারাদেশের গণজাগরণ দেখে ভীত হয়ে পড়েছে। তাই মহাসমাবেশ বানচাল করতে ঢাকাসহ সারাদেশেই গণগ্রেফতার, অত্যাচার-নির্যাতন ও ভয়-ভীতি দেখিয়ে আতঙ্ক ছড়ানোর অপচেষ্টা করছে। নেতারা দৃঢ় আশাবাদ ব্যক্ত করে বলেন, ভয়কে জয় করে জোট সরকারের দুঃশাসনে অতিষ্ঠ ও বিক্ষুব্ধ জনতার ঢল নামবে মহাসমাবেশে। এই জনস্রোত ঠেকানোর সাধ্য জোট সরকারের নেই।

মহাসমাবেশ থেকে সরকারবিরোধী কঠোর আন্দোলনের কৌশল ও কঠোর কর্মসূচী চূড়ান্ত করতে এখন ব্যস্ত সময় কাটাচ্ছেন চৌদ্দ দলের শীর্ষ নেতারা। কেমন কর্মসূচী আসতে পারে এ ব্যাপারে জানতে চাওয়া হলে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আব্দুল জলিল জানান, ব্যর্থ বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারকে ক্ষমতা থেকে হঠাতে গণতান্ত্রিক পন্থায় যত ধররে আন্দোলনের কৌশল রয়েছে তাই প্রয়োগ করা হবে। সে অনুযায়ীই চূড়ান্ত করা হচ্ছে সম্ভাব্য কর্মসূচী। অন্যান্য নেতার সঙ্গে আলাপ করে জানা গেছে, সম্ভাব্য আন্দোলনের কর্মসূচীর মধ্যে সারাদেশে গণসংযোগ, রোড ও ট্রেনমার্চ, সংসদ সচিবালয় ঘেরাও, সচিবালয় ঘেরাও, ঢাকা অবরোধসহ চূড়ান্ত পর্যায়ে লাগাতার হরতালের কর্মসূচী থাকতে পারে।

মহাসমাবেশ সফল করতে শুক্রবার চৌদ্দ দল পৃথক পৃথক যৌথ কর্মিসভা করেছে। হাজারীবাগ থানা আওয়ামী লীগের বিভিন্ন ওয়ার্ড ও সহযোগী সংগঠনের যৌথসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে মোহাম্মদ হানিফ বলেন, দুঃশাসনের কবল থেকে দেশকে মুক্ত করতে ২২ নবেম্বরের মহাসমাবেশকে মহাসমুদ্রে পরিণত করতে হবে। হাজী মোহাম্মদ সেলিম, ফয়েজউদ্দিন মিয়া, আওলাদ হোসেন, শাহে আলম মুরাদসহ অন্যান্য নগর নেতা এতে বক্তব্য রাখেন। কর্মসূচী সফল করতে ঢাকা মহানগর সড়ক পরিবহন মালিক সমিতি ও ঢাকা মহানগর সড়ক পরিবহন শ্রমিক লীগের যৌথসভা অনুষ্ঠিত হয় আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে। হাসান ইমামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই শ্রমিক-মালিক যৌথসভায় বক্তব্য রাখেন এ্যাডভোকেট আব্দুল মান্নান খান, সরদার আমজাদ হোসেন, মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী মায়া, রায় রমেশ চন্দ্র, আব্দুল কাদের, মিজানুর রহমান মিজান, খোকা সিকদার প্রমুখ।

একই লক্ষ্যে যৌথসভা করেছে যুব মহিলা লীগ উত্তর, কৃষক লীগ, স্বেচ্ছাসেবক লীগ, মুক্তিযোদ্ধা সংসদ ঢাকা মহানগর কমান্ডসহ বিভিন্ন সংগঠন। পারভীন খায়েরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত যুব মহিলা লীগ মহানগর উত্তরের যৌথসভায় বক্তব্য রাখেন সাবিনা আক্তার তুহিন।

জঙ্গীদের বদলে বিরোধী নেতাকর্মীদের গ্রেফতার

জঙ্গী, সন্ত্রাসী ও বোমা হামলাকারীদের গ্রেফতারের বদলে আওয়ামী লীগসহ বিরোধী দলের নেতাকর্মীদের ঢালাও গ্রেফতার করে চলেছে জোট সরকারের পুলিশ প্রশাসন। ২২ নবেম্বরের মহাসমাবেশ বানচাল করতে মামলা, গ্রেফতার ও তল্লাশি অভিযান চালিয়ে হয়রানি করা হচ্ছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। রাজধানীতে শুক্রবার থেকে নতুন করে আওয়ামী নেতাকর্মীদের গ্রেফতার এবং বাড়ি বাড়ি তল্লাশি অভিযান শুরু হয়েছে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পরামর্শে পুলিশ সদর দফতরের নির্দেশে রাজধানীসহ দেশব্যাপী গ্রেফতার অভিযান চলছে। প্রতিটি জেলায় গ্রেফতার অভিযানের মূল নেতৃত্ব দেবেন পুলিশ সুপার। খবর সংশ্লিষ্ট সূত্রের।

ইতোপূর্বে সার্ক শীর্ষ সম্মেলনের নিরাপত্তার অজুহাতে রাজধানীতে গ্রেফতার অভিযান চালিয়ে উল্লেখযোগ্যসংখ্যক আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীকে গ্রেফতার করা হয়। সম্প্রতি ঝালকাঠিতে বিচারক জগন্নাথ পাঁড়ে ও সোহেল আহমেদ জঙ্গীদের বোমা হামলায় নিহত হলে দেশব্যাপী জঙ্গী গ্রেফতার অভিযানের নির্দেশ দেয়া হয় সরকারের সর্বোচ্চ পর্যায় থেকে। কিন্তু মাত্র দু'দিনের ব্যবধানে জঙ্গী ও বোমাবাজদের গ্রেফতার কার্যক্রম শিথিল করে আওয়ামী লীগের কর্মঠ ও সক্রিয় নেতাকর্মীদের গ্রেফতার করার নির্দেশ কার্যকর করা হচ্ছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্রমতে, শুক্রবার সবুজবাগ থানা আওয়ামী লীগের সভাপতি সুন্দর আলী, খিলগাঁও থানা আওয়ামী লীগের নেতা শমসের উদ্দিন যুগু, কেন্দ্রীয় ছাত্রনেতা আনোয়ার মাহমুদ হোসাইন বাপ্পী, ২৬ নং ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের নেতা আওরঙ্গজেব টিটু, ৩৬ নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের নেতা সাইদুর রহমান রতন, ৫ নম্বর ওয়ার্ড যুবলীগের রিয়াজউদ্দিন, লালবাগ থানার বাবুল আখতার, মানিক, খালেকসহ বিপুলসংখ্যক নেতাকর্মীকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

একটি গোয়েন্দা সূত্র জানায়, শুক্রবার রাত থেকে গ্রেফতার ও তল্লাশি অভিযান আরও জোরদার করার কথা রয়েছে।

রাজধানীর প্রতিটি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে বিরোধী দলের সক্রিয় এবং কর্মঠ নেতাকর্মীর বাড়িতে তল্লাশি অভিযানের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এ ছাড়াও গ্রেফতারের কাজে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ অর্ধশতাধিক গোয়েন্দা টিমকে মাইক্রোবাস দিয়ে মাঠে নামানো হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্রমতে, রাজধানীর প্রতিবাদী, সাহসী ও কর্মঠ নেতাকর্মীর নাম- ঠিকানা সংগ্রহ করে র‍্যাবের কার্যালয়েও অনুলিপি পাঠানো হয়েছে। সূত্রমতে, নাশকতামূলক আশঙ্কার অজুহাত তুলে গ্রেফতার অভিযান চলছে সারা ঢাকায়।

এই অভিযান চলবে সারাদেশে। কিন্তু শুক্রবার পর্যন্ত র‌্যাব, বিডিআর, পুলিশ, চিতা, কোবরা পরিচালিত গ্রেফতার অভিযানে দুর্ধর্ষ ইসলামী জঙ্গী ও পেশাদার সন্ত্রাসী গ্রেফতার করতে পারেনি গোয়েন্দারা। তবে বিপুলসংখ্যক আওয়ামী লীগের নেতাকর্মী-সমর্থক গ্রেফতার হয়েছে।

শনিবার থেকে চিরুনি অভিযান বা ব্লকরেইড দিয়ে সন্ত্রাসী গ্রেফতারের অজুহাতে আওয়ামী লীগসহ বিরোধী দলের নেতাকর্মীদের গ্রেফতারের পরিকল্পনা রয়েছে বলে সূত্র জানায়। শুক্রবার রাজধানীর বিভিন্ন এলাকা আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীর বাড়িতে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, পুলিশের হয়রানির ভয়ে তাঁরা আত্মগোপন করতে বাধ্য হয়েছেন।

এদিকে পুলিশের উচ্চপদস্থ এক কর্মকর্তা সূত্রে জানা গেছে, মহাসম্মেলন উপলক্ষে ঢাকামুখী হবেন এমন জেলা পর্যায়ের নেতাকর্মীদের তালিকা তৈরি করার জন্য প্রত্যেক জেলার এসবি কর্মকর্তাদের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে মহাসম্মেলনে যোগদানকারী সম্ভাব্য ১৪ দলের নেতাকর্মীর তালিকা অনুযায়ী গ্রেফতার অভিযান চলবে।

সূত্র জানায়, এই ধরপাকড়ের মূল উদ্দেশ্য মহাসমাবেশে যাতে পর্যাপ্ত লোক সমাগম না হয়। এই লক্ষ্যে মহাসমাবেশের পূর্ব রাতে রাজধানীমুখী লঞ্চ, বাস ও ট্রেনগুলোতে ব্যাপক তল্লাশি অভিযান চলবে। বিশেষ করে মহাসমাবেশে যোগদানকারী বাসগুলো চিহ্নিত করে পথিমধ্যে আটক করা হবে। ব্যারিকেড দিয়ে চলবে তল্লাশি অভিযান।

তথ্যসূত্রঃ দৈনিক জনকণ্ঠ, নভেম্বর ১৯, ২০০৫

বিভিন্ন স্থানে ১৪ দলের সমাবেশ

প্রধানমন্ত্রীর ছেলে মালয়েশিয়ায় ১৩ হাজার কোটি টাকা পাচার করেছেন

২২ নভেম্বর মহাসমাবেশ সফল করতে গতকাল শুক্রবার রাজধানীসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে ১৪ দল আয়োজিত সমাবেশে নেতৃবৃন্দ বলেছেন, জোট সরকারের আমলে মানুষের জীবন মূল্যহীন ও প্রশাসন দলীয় ক্যাডারে পরিণত হয়েছে। তারা বলেন, দুর্নীতি করে প্রধানমন্ত্রী ও তার পরিবার এবং সরকারের মন্ত্রী-এমপিরা সম্পদের পাহাড় গড়ে তুলেছেন। নেতৃবৃন্দ অভিযোগ করেন, প্রধানমন্ত্রীর ছেলে তারেক রহমান ১৩ হাজার কোটি টাকা মালয়েশিয়ায় পাচার করেছেন। জনগণের জানমাল ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় ব্যর্থ এ সরকারের ক্ষমতায় থাকার আর কোন বৈধ অধিকার নেই। নেতৃবৃন্দ সরকারের দু:শাসনের কবল থেকে মুক্তি পেতে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলার আহবান জানান।

এদিকে ২২ নভেম্বরের মহাসমাবেশ সফল করার জন্য আওয়ামী লীগের বিভিন্ন থানা, ওয়ার্ড ও ইউনিয়নের অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের যৌথ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে গতকাল। আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে ও ওয়ার্ডে শ্যামপুর, হাজারীবাগ, সূত্রাপুর, ডেমরা, মিরপুর ও রমনা থানা কমিটিগুলো যৌথ সভা করেছে।

কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে শ্যামপুর থানা আওয়ামী লীগের সভায় বক্তব্য রাখেন ঢাকা মহানগর আওয়ামী লীগের mvaviY m¤úv`K মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী মায়া বীরবিক্রম, AvIqvgx jx‡Mi `ßi m¤úv`K GW‡fv‡KU Ave`j gvbvb Lvb, bMi †bZv nvRx †gvnv¤§` †mwjg, kv‡n Avjg giv`, Ave`j nK meR, Ave`j KÏm, †Zvdv¾j †nv‡mb, GW‡fv‡KU mvbwR`v Lvbg cgL|

nvRvixevM _vbv AvIqvgx jx‡Mi wewfb Iqv‡Wi A½ I mn‡hvMx msMV‡bi †hŠ_ mfvq cavb AwZw_ wn‡m‡e e³e¨ iv‡Lb XvKv gnvbMi AvIqvgx jxM mfvcwZ †gvnv¤§` nwbd, we‡kl AwZw_ wn‡m‡e e³e¨ iv‡Lb nvRx †gvnv¤§` †mwig, d‡qRDwÏb wgqv, AvIjv` †nv‡mb, kv‡n Avjg giv`, BgwZqvR Lvb evej, BmgZ Rwgj AvK›` jvfj, _vbv †bZv ZvRj Bmjvg ZvRj, nvRx BwjqvQi ingvb evej cgL|

evsjv‡`k cwienb kwgKiv gnvmgv‡ek‡K mdj Kivi Rb¨ `Rq kc_ MnY K‡i‡Q| G Dcj‡¶ 23, e½eÜ GwfbD‡Z XvKv gnvbMi moK cwienb gwjK mwgwZ I XvKv gnvbMi moK cwienb kwgK jx‡Mi †hŠ_ mfv AbwôZ nq| MZKvj `c‡i G mfvq mfvcwZZ K‡ib moK cwien‡bi AvnevqK nvmvb Bgvg|

gnvmgv‡ek mdj Kivi j‡¶¨ evsjv‡`k KlK jx‡Mi m¤úv`KgÊjxi mfv MZKvj ïµevi we‡K‡j 23, e½eÜ GwfbD‡qi †K›`xq Kvhvj‡q AbwôZ nq| mfvq mfvcwZZ K‡ib msMV‡bi mvaviY m¤úv`K †gvZvnvi †nv‡mb

†gvjv| e³e¨ iv‡Lb †K›`ªxq †bZv GW‡fv‡KU L›`Kvi kvgmj nK †iRv, Av. jwZd Zwib, Avkivdj nK RR, Kwlwe` mgxi P›`, G G Kwig, kwKji ingvb ZvjK`vi cgL|

bvivqYMÄ: MZKvj we‡K‡j bvivqYMÄ kn‡ii Avjx Avþg` †cŠi wgjbvqZ‡bi mvg‡b 22 b‡f¤i XvKvi gnvmgv‡ek mdj Kivi j‡¶¨ 14 `jxq †Rv‡Ui Rbmfv Abywô Z nq| mfvq cavb AwZw_ wQ‡jb AvIqvgx j‡Mi mvaviY m¤úv`K Ave`j Rwjj Ggwc| †Rjv AvIqvgx j‡Mi AvnevqK, mv‡eK mvsm` Gm Gg AvKiv‡gi mfvcwZ‡Z Rbmfvq e³e¨ iv‡L‡b MY‡dvivg †cwmwWqvg m`m¨ GW‡fv‡KU Rwni"j Bmjvg, IqvKvm cwUi mvaviY m¤úv`K wegj wekvm, RvZxq mgvRZwšK `‡jimn-mfvcwZ kwid bi"j Aw¤qv, mvg¨ev`x `‡ji mvaviY m¤úv`K w`jxc eoqv, MYZšx cwUi mfvcwZ bi"itj Bmjvg, †K›`ªxq AvIqvgx j‡Mi mvsMVwbK m¤úv`K Avãj gvbvb, †K›`ªxq AvIqvgx jx‡Mi ÎvY I mgvRKj¨vY m¤úv`K, Aa¨wcKv bvRgv ingvb, mv‡eK Ggwc †K Gg kwdDjvn, Ave bi †gvnv¤§` evnvDj nK, Gg`v`j nK fBqv, ¯vbxq †bZv gwdRj Bmjvg, †gvni Avjx, Gg G MwY, †`‡jvqvi †nv‡mb Pb cgL|

mvfvi: ¯vbxq AvIqvgx jxM Kvhvj‡qi mvg‡b MZKvj mKvj 10Uvq 14 `‡jj Rbmfv Abywô Z nq| mfvq cavb AwZw_ wQ‡jb AvIqvgx j‡Mi †K›`ªxq †bZv I mv‡eK gšx Ave`i iv¾vK| Dc‡Rjv AvIqvgx j‡Mi mfv‡bÎx wkícwZ nwmbv‡`Šjvi mfvcwZ‡Z G mgv‡e‡k Ab¨‡`i g‡a¨ e³e¨ iv‡Lb XvKv †Rjv AvIqvgx j‡Mi mfvcwZ exi gw³‡hv×v †ebwRi Avng`, mvaviY m¤úv`K gvneei ingvb, MY‡dvi‡gi mvsMVwbK m¤úv`K †gv¯dv gnmxb g›U, †Rjv AvIqvgx jxM †bZv Gg G gv‡jK, Avjx nvq`vi cgL|

†KivbxMÄ: AvMvgx 22 b‡f¤i gnvmgv‡ek‡K mdj Ki‡Z †KivbxM‡Äi †K‡ivRevM GjvKvq 14`‡ji mgv‡ek Abywô Z n‡q‡Q| MZKvj we‡Kj 4Uvq †KivbxMÄ Dc‡Rjv MY‡dvjv‡gi mfvcwZ Avej Kvjvg AvRv‡`i mfvcwZ‡Z mfvq cavb AwZw_ wn‡m‡e e³e¨ iv‡Lb mv‡eK mvsm` †gv¯dv gnwmb g›U, AvRvnvi evOwj, ev‡iK gvZei, wMqvmDwÏb cgL|

Ljbv: Ljbv hejx‡Mi mfvcwZ Kvgi"¾vgvb I cPvi m¤úv`K evej gRg`vi‡K µmdvqv‡i nZ¨v, 2 wePviK wbnZ nIqvi NUbvi cwZev` Ges AvMvgx 22 b‡f¤‡ii KgmwP mdj Ki‡Z Ljbv †Rjv AvIqvgx hejx‡Mi D‡`¨v‡M MZKvj ïµevi we‡K‡j ¯vbxq †U¤új †iv‡W GK cwZev` mfv Abywô Z nq| †Rjv hejx‡Mi mvaviY m¤úv`K mvMi Kgvi iv‡qi mfvcwZ‡Z Abywô Z cwZev` mfvq Ab¨v‡b¨i g‡a¨ e³e¨ iv‡Lb - †Rjv †¯"Qv‡meK j‡Mi AvnevqK Avmv`i ingvb `j, GW‡fv‡KU RwKi †nv‡mb beve, ïfvkxl †cvÏvi wjUbmn AvIqvgx jxM I Zvi A½ msMV‡bi †bZe›`|

বিএনপি ক্যাডারদের বাধার মুখে রামগঞ্জে আওয়ামী লীগের গণসংযোগ পণ্ড

রামগঞ্জ উপজেলা আওয়ামী লীগের পূর্বঘোষিত গণসংযোগ গতকাল শুক্রবার ভোলাকোট ইউপি থেকে টিওরী বাজারে যাওয়ার পথে উপজেলা বিএনপি যুবদল ও ছাত্রদল ক্যাডার এবং পুলিশের বাধার মুখে পণ্ড হয়ে যায়। এতে তাৎক্ষণিক উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি আলহাজ মো. শাহজাহানের সভাপতিত্বে ভাটরা ইউপি তার নিজ বাড়ির মসজিদ প্রাঙ্গণে জুমার নামাজের শেষে এক প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

Z_¨mÎ t ``wbK msev`, b‡f¤i 19, 2005

ধামরাইয়ে হত্যা মামলার আসামিদের না ধরে আওয়ামী লীগ নেতাদের গ্রেফতার: হয়রানি

ধামরাইয়ে আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের বিভিন্ন মিথ্যা ও ষড়যন্ত্র মামলায় জড়িয়ে নানাভাবে হয়রানি করা হচ্ছে। আওয়ামী লীগ নতৃবৃন্দ অভিযোগ করে বলেছেন, ২ বছর আগে একটি হত্যা মামলার এজাহারভুক্ত আসামিদের বদলে আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীদের গ্রেফতার করে চালান দেয়া হচ্ছে।

বৃহস্পতিবার রাতে ধামরাই উপজেলা আওয়ামী কৃষক লীগের mvsMVwbK m¤úv`K আলাউদ্দিন, স্বেচ্ছাসেবক লীগের mvavi Y m¤úv`K বাবুল হোসেন এবং ছাত্রলীগ সদস্য লিটন নামে তিন নেতাকে কোন মামলা ছাড়াই পুলিশ গ্রেফতার করে। আওয়ামী লীগ নেতা, কুশুরা ইউনিয়নের চেয়ারম্যান এম এ মালেকসহ অন্র নেতৃবৃন্দ গ্রেফতারকৃত নেতাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানতে চাইলে পুলিশ কোন অভিযোগ কিংবা মামলা দেখাতে পারেনি।্ওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ তাদের মুক্তি দাবি করলেও পুলিশ তাদের মুক্তি না দিয়ে উল্টো একটি পেন্ডিং হত্যা মামলায় গতকাল শুক্রবার তড়িঘড়ি আদালতে চালান দেয়। এর আগেও পুলিশ একইভাবে আওয়ামী লীগ নেতা মিজানুর রহমান মিজু ও কশুরা ইউপির সাবেক মেম্বার হামিদকে গ্রেফতারের পর ঐ হত্যা মামলায় আদালতে চালান দিয়েছে।

Z_¨m~Î t ^``wbK msev`, b‡f¤^i 19, 2005

লক্ষ্মীপুরে আওয়ামী লীগ ও অঙ্গসংগঠনের ১৬ নেতা গ্রেপ্তার

লক্ষ্মীপুরে পুলিশ গত বৃহস্পতিবার অভিযান চালিয়ে আওয়ামী লীগ ও অঙ্গসংগঠনের ১৬ নেতাকে গ্রেপ্তার করেছে। আগামী ২২ নভেম্বর ঢাকায় মহাসমাবেশে যোগদান বাধাগ্রস্ত করার জন্য সরকার তাদের গ্রেপ্তার করেছে। গ্রেপ্তার নেতাদের মধ্যে ১১ জন লক্ষীপুর সদর থানায় এবং বাকি ৫ জন রামগতি থানায় রয়েছেন।

গ্রেপ্তার নেতাদের মধ্যে রয়েছেন লক্ষ্মীপুর শহর ছাত্রলীগের আহ্বায়ক মামুন, ছাত্রলীগ নেতা কাজী মাহমুদ, বিপ্লব, রুবেল, শেখ ফরিদ, জেলা তরুণ লীগের যুগ্ম আহ্বায়ক মোঃ ইউসুফ পাটোয়ারি, তরুণ লীগ নেতা জাহাঙ্গীর আলম, আওয়ামী লীগ নেতা মাহফুজুর রহমান, জয়নাল আবেদীন, সদর থানা যুবলীগ সহসভাপতি গিয়াসউদ্দিন।

জেলা আওয়ামী লীগ সভাপতি এম আলাউদ্দিন ও সাধারণ সম্পাদক মিজানুর রহিম গতকাল শুক্রবার এক বিবৃতিতে এ গ্রেপ্তারের তীব্র নিন্দা জানিয়ে নেতাদের মুক্তি দাবি করেছেন।

Z_¨m~Î t ^``wbK c_g Av‡jv, b‡f¤^i 19, 2005

বিবিসিকে বিএনপি সাংসদ আবু হেনা

দেশে জঙ্গি তৎপরতার পেছনে সরকারের একাংশের মদদ আছে

রাজশাহীর বাগমারা থেকে নির্বাচিত বিএনপির সাংসদ আবু হেনা বলেছেন, দেশজুড়ে যে ইসলামি জঙ্গিবাদের উত্থান ঘটছে তার পেছনে সরকারের একটি অংশের হাত থাকতে পারে। ইসলামি জঙ্গিদের হাতে রাজশাহীতে তার সংগঠনের অনেক কর্মীও নিহত হয়েছেন বলে তিনি অভিযোগ করেন।

প্রসঙ্গত, সাংসদ আবু হেনার নির্বাচনী এলাকা বাগমারাতেই জঙ্গি নেতা বাংলা ভাইয়ের উত্থান ঘটে।

আবু হেনা বলেন, বাংলা ভাইয়ের বিষয়টি অনেক দিন ধরেই জনমনে শঙ্কা সৃষ্টি করছে। বাগমারায় জঙ্গি তৎপরতার বিস্তার ঘটেছে দীর্ঘদিন ধরেই। এখন তা সারা দেশে ছড়িয়ে পড়েছে। বাংলা ভাইয়ের জঙ্গি তৎপরতার বিকাশ সরকার বা নিরাপত্তা বাহিনীর অগোচরে ঘটতে পারে না বলে মন্তব্য করেন তিনি। এ অপতৎপরতায় নিজের ভূমিকা সম্পর্কে তিনি বলেন, একজন সাংসদ হিসেবে তার কাজ আইন প্রণয়ন করা। তার কোনো নিজস্ব নিরাপত্তা বাহিনী নেই। আবু হেনা বলেন, তবে বিষয়টি তিনি প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীকে অবহিত করেছিলেন।

জঙ্গি কর্মকাণ্ড দমনে সরকারের ব্যর্থতার জন্য আবু হেনা কর্তৃপক্ষের যথাযথ পদক্ষেপ না নেওয়া এবং বিষয়টিকে যথেষ্ট গুরুত্ব না দেওয়াকেই দায়ী করেন। তিনি নিজেও বাংলা ভাইয়ের জঙ্গিদের হাতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন বলে জানান। সাংসদ হেনা বলেন, তার অনেক নেতা-কর্মীকেই এই জঙ্গি বাহিনীর হাতে প্রাণ দিতে হয়েছে। ক্ষমতাসীন সরকারের কোনো অংশের মদদ ছাড়া তার নেতা-কর্মীদের হত্যা করা কখনোই সম্ভব নয় বলেও তিনি মন্তব্য করেন।

Z_¨m~Î t ^``wbK c_g Av‡jv, b‡f¤^i 19, 2005

জোট সরকারের আমলে সবকটি বিসিএস প্রশ্ন ফাঁস হয়েছে

বিএনপি-জামাত জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর পিএসসির অধীনে অনুষ্ঠিত ৪টি বিসিএসপ (বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস) পরীক্ষার সবকটি পরীক্ষারই প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনা ঘটেছে। এর মধ্যে ২৪ তম বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁসের প্রমাণের ভিত্তিতে প্রথম পরীক্ষাটি বাতিল করা হলেও দ্বিতীয় পরীক্ষাটি বাতিল করা হয়নি। এভাবে সবকটি পরীক্ষার আগে প্রশ্ন ফাঁসের অভিযোগ উঠলেও কোনোপ পরীক্ষাই বাতিল করা হয়নি।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর ২০০৩ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারী সর্বপ্রথম ২৪তম বিসিএস প্রিলিমিনারি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। পরীক্ষা শুরুর আগে ফাঁস হওয়া প্রশ্নপত্র পরীক্ষার্থীদের হাতে পৌঁছে যায়। পরীক্ষার শুরুর আগে থানায় একটি জিডি দায়ের করা হয়। পরদিন বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকে প্রশ্ন ফাঁসের সংবাদ ছাপা হয়। পরীক্ষা বাতিলের দাবিতে দেশব্যাপী প্রতিবাদের ঝড় উঠে। পরে বিএসসি কর্তৃপক্ষ পরীক্ষা বাতিল করতে বাধ্য হয়।

এর এক মাস পর পুনরায় ২৪তম বিসিএস প্রিলিমিনারি পরীক্ষা হয়। কিন্তু এবারো প্রশ্ন ফাঁস হয়ে যায়। পরীক্ষা বাতিলের দাবিতে বিক্ষোভ-সমাবেশও হয়। কিন্তু পিএসসি কর্তৃপক্ষ পরীক্ষা বাতিল না করে লিখিত পরীক্ষা নেয়। ঐ পরীক্ষায় যারা পাস করেছে তারা বর্তমানে চাকরিতে যোগদান করেছে।

গত বছর অনুষ্ঠিত ২৫তম বিসিএস প্রিলিমিনারি পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁসের অভিযোগ উঠেছিল। লিখিত পরীক্ষায় গণিত, বিজ্ঞান ও ইংরেজি প্রশ্ন ফাঁস হয়ে যায়। যার মূল কপি পরীক্ষার আগের রাতে পরীক্ষার্থীদের কাছে পাওয়া যায়।

এরপর ২৬তম বিসিএস (স্পেশাল) প্রিলিমিটারি পরীক্ষার প্রশ্নপত্রও ফাঁসের অভিযোগ উঠে কিন্তু পরীক্ষা বাতিল করা হয়নি।

সর্বশেষে গতকাল শুক্রবার অনুষ্ঠিত ২৭তম বিসিএস প্রিলিমিনারি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়েছে।

তথ্যসূত্রঃ দৈনিক ভোরের কাগজ, নভেম্বর ১৯, ২০০৫

বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁস, এক রোল নম্বরে অনেক প্রার্থী

২৭তম বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়েছে। গতকালের প্রিলিমিনারী পরীক্ষার প্রশ্নপত্রটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলোতে বিক্রি হয়েছে গত বৃহস্পতিবার শেষ রাতে। প্রথমে ১০ হাজার টাকায় বিক্রি হলেও শেষ পর্যায়ে বিনামূল্যে প্রতটি হলেও প্রশ্নপত্র পাওয়া গেছে। এমনকি পরীক্ষা শুরুর ১ ঘণ্টা আগে বিশ্ববিদ্যালয় হল থেকে বের হওয়ার সময়ও অনেকে বিনামূল্যে প্রশ্নপত্র পেয়েছেন।

এদিকে গতকালের বিসিএস পরীক্ষায় একই রোল নম্বরের একাধিক পরীক্ষার্থী পাওয়া গেছে, এতে পরীক্ষাথীদের বিপাকে পড়তে হয়েছে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে মিরপুর গার্লস আইডিয়াল ল্যাবরেটরী ইন্সটিটিউট কেন্দ্রে পরীক্ষার্থীরা পিএসসি'র সদস্য সেলিমা রহমানকে ঘেরাও করে। পরে পুলিশ এসে তাকে উদ্ধার করে। সিদ্ধেশ্বরী গার্লস কলেজের পরীক্ষা কেন্দ্রেও একই ঘটনা ঘটেছে। প্রশ্নপত্র ফাঁসের প্রতিবাদে গতকাল বিকেলেই বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ মিছিল বের করে। তারা এ ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের বিচার ও পরীক্ষা বাতিলের দাবি জানান।

বৃহস্পতিবার রাত ১টার পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলোতে প্রশ্নপত্র দেখা গেছে বলে একাধিক সূত্র নিশ্চিত করেছে। এছাড়া রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন ক্যাম্পাসে প্রশ্নপত্র পাওয়া গেছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদুল্লাহ হল, বঙ্গবন্ধু হল, জসীমউদ্দিন হল, সলিমুল্লাহ হলের পরীক্ষার্থীরা মোবাইলে প্রশ্ন পান। প্রশ্ন পাওয়া অধিকাংশ পরীক্ষার্থী জানিয়েছেন, তারা শিবিরের নেতাকর্মী ও বন্ধুবান্ধবের কাছ থেকে প্রশ্ন পেয়েছেন। ফাঁস হওয়া ১৪২টি প্রশ্নের মধ্যে ৯০টি প্রশ্ন কমন পড়েছে বলে পরীক্ষার্থীরা জানান।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক পরীক্ষার্থী জানান, বৃহস্পতিবার রাতে এক ছাত্রনেতা তাকে ফোন করে প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনা জানান। ছাত্রনেতা তাকে বলেন, পত্রিকাগুলোর সর্বশেষ এডিশন বের হওয়ার পর বিসিএস প্রশ্ন

ক্যাম্পাসে আসতে পারে। কিন্তু তিনি ঐ ছাত্রনেতার কথায় বেশি গুরুত্ব দেননি; কিন্তু পরীক্ষা কেন্দ্রে গিয়ে শুনেন প্রশ্নে মিল পাওয়া গেছে।

২৬তম স্পেশাল বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্নের হুবহু ফটোকপি পাওয়া গেলেও এবার হাতে লেখা প্রশ্ন পাওয়া গেছে। হাতের লেখা দুটি অংশে প্রশ্নপত্রটি ফাঁস করা হয়। একটি অংশে ছিল ৯৩টি প্রশ্ন ও অন্য অংশে ছিল ৩১টি প্রশ্ন।

Z_¨mÎt ``wbK msev`, b‡f¤i 19, 2005

হজ বাণিজ্য এখন জামাতের কব্জায়

হজযাত্রীদের বিমান ভাড়া বাড়িয়ে প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের কতিপয় প্রভাবশালী ব্যক্তি ও বহুল আলোচিত হাওয়া ভবনের কোটি কোটি টাকার কমিশন হাতানোর ফন্দি অবশেষে জামাতের জন্য সুবাতাস বয়ে এনেছে। হজবাণিজ্য নিয়ে গত ২ সপ্তাহ ধরে বিএনপি ও জামাত জোটের মধ্যে চলা তীব্র বিরোধের অবসান ঘটে গত বৃহস্পতিবার রাতে বিমান প্রতিমন্ত্রী মীর নাছিরউদ্দিনের পদত্যাগের মধ্য দিয়ে। জামাত নেতা ও সমাজকল্যাণমন্ত্রী আলী আহসান মুজাহিদকে দেওয়া হয়েছে হজযাত্রী পরিবহন ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব। এই পরিপ্রেক্ষিতে গোটা হজ ব্যবস্থাপনা এবং এ নিয়ে বাণিজ্যের সম্ভাবনা চলে গেছে জামাতের কব্জায়। নির্ভরযোগ্য সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

সূত্র জানায়, মীর নাছিরউদ্দিন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে বিশাল ভোটের ব্যবধানে পরাজিত হওয়ার পরও বিমান প্রতিমন্ত্রীর পদ থেকে তাকে সরানো হয়নি। আলোচিত হাওয়া ভবন ও প্রধানমন্ত্রীর একজন রাজনৈতিক সচিব এক পাতানো নাটকে ননব্যালটি হজযাত্রীদের (যাদের বেশিরভাগকেই বিদেশী এয়ার লাইন্স ব্যবহার করতে হয়) বিমান ভাড়া বাড়িয়ে কমিশন আদায়ের লক্ষ্যে বিমান প্রতিমন্ত্রীকে নিয়ে নেমে পড়েন। ক্ষমতার শেষ বছরে হাজিদের কাছ থেকে কোটি কোটি টাকার কমিশন হাতানোর লক্ষ্যে শুরু হয় নানা ফন্দিফিকির। বিমান প্রতিমন্ত্রী মীর নাছিরের তেলের দাম বৃদ্ধির উছিলায় বিমান ভাড়া বাড়ানোর ঘোষণা দেন। একই সঙ্গে উড়োজাহাজ সংকটের কারণে বিমান ৪ হাজারের বেশি হজযাত্রী পরিবহন করবে না বলেও ঘোষণা করা হয়। এই সুযোগে সাউদিয়াসহ বিদেশী এয়ার লাইন্সগুলো বাংলাদেশী হজযাত্রী পরিবহনে অনীহা প্রকাশ করে এবং ১৩৫০ ডলারের কমে হজযাত্রী পরিবহন করা সম্ভব হবে না বলে জানিয়ে দেয়। ফলে ৫৬ হাজার ননব্যালটি হজযাত্রীর সৌদি আরব গমন অনিশ্চিত হয়ে পড়ে।

এই পরিস্থিতিতে বিমান উপায় না পেয়ে ১৮ হাজার হজযাত্রী পরিবহনের ঘোষণা দেয়। ২ হাজার ৬০০ ব্যালটি হজযাত্রীকে ৯৫০ ডলারে এবং ১৫ হাজার ৪০০ ননব্যালটি হজযাত্রীকে ১১৫০ ডলারে পরিবহনের ঘোষণা দিয়ে পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার চেষ্টা করলেও প্রায় ৪২ হাজার হজযাত্রীর যাত্রা অনিশ্চিত থেকে যায়। এদিকে হজযাত্রী পরিবহনে সরকারের লাইসেন্সধারী এজেন্টদের সংগঠন হজ এজেন্সিজ অফ বাংলাদেশ (হাব) আগাগোড়াই ননব্যালটিদের বিমান ভাড়া ব্যালটিদের সমান ৯৫০ ডলারে নির্ধারণের দাবিতে অনড় থাকে এবং ৯৫০ ডলারের বেশি ভাড়ায় হজযাত্রী পাঠাতে অস্বীকৃতি জানিয়ে আন্দোলন গড়ে তোলে।

গত সপ্তাহে ধর্ম মন্ত্রণালয়ে হজ সংকট নিরসনে অনুষ্ঠিত বৈঠকে জামাত নেতা দেলাওয়ার হোসেন সাঈদী সরকারের হজ ব্যবস্থাপনার কঠোর সমালোচনা করেন। ধর্ম প্রতিমন্ত্রী মোশাররফ হোসেন শাজাহান এসব বিষয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে তুলে ধরেন। হাব বিমান ভাড়া ৯৫০ ডলার করার দাবিতে গতকাল শুক্রবার রাজধানীসহ দেশব্যাপী বিক্ষোভ সমাবেশে সর্মসূচি দেয়। এসব ঘটনার জের ধরে গত বৃহস্পতিবার প্রধানমন্ত্রী মীর নাছিরউদ্দিনকে বিমান মন্ত্রণালয় থেকে সরিয়ে দেন। এবং হজ ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব দেন সমাজকল্যাণমন্ত্রীর উপর। ফলে গোটা হজ ব্যবস্থাপনা এবং হজবাণিজ্যের সুযোগ জামাতের কব্জায় চলে যায়।

বিমান ব্যালটি হজযাত্রী ৯৫০ ননব্যালটি ১০৫০ ডলারে পরিবহন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

হাব সংবাদ সম্মেলনে বলেছে, মালয়েশিয়া থেকে ৮১০ ডলারে হজযাত্রী পরিবহন করা গেলে ৯৫০ ডলারে বাঙলাদেশের হাজি টানলে লোকসান হবে কেন? বিশেষজ্ঞ মহলের মতে মালয়েশিয়ার সঙ্গে তুলনামূলকভাবে বাংলাদেশের হজযাত্রীদের বিমান ভাড়া ৭৫০ ডলারের উপরে হওয়া উচিত নয়। সাবেক বিমান প্রতিমন্ত্রী ২০০ ডলার ভাড়া বাড়িয়ে কমিশনের ব্যবস্থা করেছিলেন বলে অভিযোগ উঠেছিল। বিমান বোর্ড গতকাল ভাড়া ১০০ ডলার কমালেও বিদেশী এয়ারলাইন্সগুলোর জন্য ৪২ হাজার ননব্যালটি হজযাত্রীর কাছ থেকে মাথাপিছু ১০০ ডলার হিসাবে

মোট ৪২ লাখ ডলার (প্রায় ২৯ কোটি টাকা) বাড়তি আদায়ের সুযোগ থেকেই যাচ্ছে। বিদেশী এয়ারলাইন্সগুলো যদি শেষশেষ সরকার নির্ধারিত ১০৫০ ডলারে হজযাত্রী পরিবহনে রাজি হয়ও সে ক্ষেত্রেও ২৯ কোটি টাকা বাড়তি ভাড়ার বখরা হজ ব্যবস্থাপকরা পেতেই পারেন। ফলে বিএনপির আয়োজিত কমিশন বাণিজ্য এখন জামাতের দখলে।

তথ্যসূত্রঃ দৈনিক ভোরের কাগজ, নভেম্বর ১৯, ২০০৫

চুয়াডাঙ্গা মিরসরাইয়ে ৬ বোমা উদ্ধার, আটক ২

ডোমারে সেনাসদস্যের বাড়িতে বোমা বিস্ফোরণ, ছেলে আহত

নীলফামারীর ডোমার উপজেলায় এক সেনাসদস্যের বাড়িতে বোমা বিস্ফোরণে তার ছেলে গুরুতর আহত হয়েছে। বাঁ হাতের কব্জি ক্ষতবিক্ষত হয়ে বর্তমানে শিশুটি রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। এ ছাড়া চট্টগ্রামের মিরসরাই উপজেলায় একটি মন্দিরের পাশ থেকে চারটি বোমা উদ্ধার হয়েছে। চুয়াডাঙ্গায় বোমাসহ দুজনকে আটক করেছে পুলিশ।

নীলফামারী: জেলা সদর থেকে ৫৫ কিলোমিটার দূরে ডোমারের ভোগডাবুরী ইউনিয়নের গোসাইগঞ্জ সরকারপাড়া গ্রামে বগুড়া সেনানিবাসের সিপাহি আবু সাইদের বাড়িতে গতকাল সকালে বিকট শব্দে বোমা বিস্ফোরণ ঘটে। এ সময় সাইদের দুই ছেলে ছাব্বির (৮) ও ছাফিল (৬) বাড়ির আঙিনায় খেলা করছিল। খেলারছলে তারা মাটির নিচে এক ইঞ্চি ব্যাসের একটি প্লাস্টিকের পিভিসি পাইপ পোঁতার চেষ্টা করে। ৮-১০ ইঞ্চি যাওয়ার পর পাইপটি আটকে যায়। এ সময় পাইপের মাথায় ওপর থেকে জোরে আঘাত করলে বিকট শব্দে বিস্ফোরণ ঘটে।

এ ব্যাপারে ডোমার থানায় জিডি হয়েছে।

চুয়াডাঙ্গা: সদর থানা পুলিশ বৃহস্পতিবার রাতে শহরের হকপাড়ার একটি বাড়ি থেকে দুটি তাজা বোমাসহ বাড়ির মালিক খবিরউদ্দিন (৫০) ও ভাড়াটিয়া মাদারীপুর জেলার শিবচরের শাহজাহান মোল্লাকে আটক করে। তাদের থানায় রেখে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।

মিরসরাই (চট্টগ্রাম): মিরসরাইয়ের বারইয়ারহাট পৌরসভার নন্দিগ্রামের নৃপতি মহাজনবাড়ির সামনের মন্দিরের পাশ থেকে লাল স্কচটেপ দিয়ে মোড়ানো চারটি বোমা উদ্ধার হয়েছে। গতকাল সকালে এক সেবায়েত মন্দিরে পূজা দিতে গেলে বোমাগুলো তার নজরে পড়ে। পরে পুলিশ খবর পেয়ে সেগুলো থানায় নিয়ে আসে।

Z_¨m~Ît ˆ`wbK c_g Av‡jv, b‡f¤^i 19, 2005

বাগমারায় বাংলা ভাইয়ের ক্যাডাররা প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে, পুলিশ র‍্যাব বাহিনী নির্বিকার

জঙ্গীদের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী অভিযান চললেও রাজশাহীর বাগমারায় জঙ্গীরা বহাল তবিয়তে রয়েছে। তবে আইওয়াশ হিসেবে বাগমারাতেও জঙ্গীবিরোধী অভিযান চালানোর খবর পাওয়া গেছে। কিন্তু দুর্ধর্ষ জঙ্গীরা কেউই ধরা পড়েনি। বহুল আলোচিত জঙ্গী নেতা বাংলা ভাইয়ের ভাগ্নে জঙ্গী শহীদ গত কয়েকদিন যাবত বাগমারায় অবস্থান করছে। তার নেতৃত্বেই জঙ্গীদের নতুন করে সংগঠিত করা হচ্ছে।

সরেজমিন অনুসন্ধান ও স্থানীয় লোকজনের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, বাংলা ভাইয়ের ঘনিষ্ঠ সহযোগী ও জেএমবির ক্যাডার কলেজ শিক্ষক লুৎফর রহমান, কিলার মোস্তাক, সাত্তার মাস্টার, মেসবাউল আহমেদ বিপুল, আম্মার, সফিক, মন্টু, মামুন, গোল্লা, ফারুক, রাজ্জাক, মাহাতাব, ভোদা, জালাল প্রমুখ এলাকায় প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়ালেও পুলিশ ও র‍্যাব তাদের গ্রেফতার করছে না।

অন্যদিকে বাগমারা থানা পুলিশ বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতে বাংলা ভাইয়ের অন্যতম ক্যাডার মামুন ও নাটোরের জঙ্গীঘাঁটি থেকে বোমা তৈরির বিপুল সরঞ্জামসহ গ্রেফতারকৃত বোমারু মতিনের বাড়িতে তল্লাশি অভিযান চালায়।

পুলিশ কিছু উদ্ধার কিংবা কাউকে গ্রেফতার করতে পারেনি। পুলিশ জানায়, আত্মঘাতী জঙ্গীদের খোঁজে এই অভিযান পরিচালনা করা হয়।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, কেবলমাত্র বাগমারা উপজেলাতেই জেএমবির সুইসাইড স্কোয়াডের অন্তত ৪০ সদস্য রয়েছে। জেএমবির তালিকাভুক্ত সন্ত্রাসী জঙ্গী ক্যাডার রয়েছে ৫শ'র বেশি। যাদের প্রায় সকলেই এলাকায় বীরদর্পে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কিন্তু পুলিশ কিংবা র‍্যাব এসব জঙ্গীর বিরুদ্ধে কোন এ্যাকশনে যায় না রহস্যজনক কারণে। গত বছরের ১ এপ্রিল এই বাগমারাতেই বাংলা ভাইয়ের নেতৃত্বে সশস্ত্র জঙ্গী অভিযান শুরু হলেও জঙ্গীবিরোধী কার্যকর কোন অভিযান না হওয়ায় দেশের অন্যান্য এলাকার জঙ্গীরাও এই অঞ্চলে এসে আশ্রয় নিচ্ছে বলে জানা গেছে।

তথ্যসূত্রঃ দৈনিক জনকণ্ঠ, নভেম্বর ১৯, ২০০৫